ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

ISLAMIC ARABIC UNIVERSITY

সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

Since : 1780

এ্যাসাইনমেন্ট

এ্যাসাইনমেন্টের বিষয়/শিরোনাম : ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর জীবনী ও সুনান গ্রন্থের মধ্যে আবু দাউদ শরীফের অবস্থান নির্ণয় কর।

পরীক্ষার নাম	:	কামিল (এম.এ) ১ম পর্ব পরীক্ষা-২০১৯
বিভাগ	:	হাদীস
বিষয়	:	সুনানে আবি দাউদ ওয়া মুকাদ্দামাতুল হাদিস
বিষয় কোড	:	৫০১
পত্র	:	১ম

পরীক্ষার্থীর নাম : [redacted]	কোর্স শিক্ষকের নাম :
পিতার নাম : [redacted]	জনাব মোহাম্মদ নাসীর উদ্দিন
শ্রেণি রোল : [redacted]	পদবী : সহকারী অধ্যাপক
রেজিস্ট্রেশন নং : [redacted]	বিভাগ : হাদীস
শিক্ষাবর্ষ : [redacted]	সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
মোবাইল নং : [redacted]	

জমা দেওয়ার তারিখ : / /২০২০

পরিত্যক্ত কোনো হাদীসই আমি আমার এই কিতাবে উল্লেখ করিনি।

উপসংহার ঃ সুনানে আবি দাউদ শরীফ হাদীসের সুবিশাল পরিমণ্ডলে একটি অতি পরিচিত নাম। বিশেষ করে সিহাহ সিত্তার মধ্যে এর অবস্থান উল্লেখযোগ্য। বিশুদ্ধতার দিক থেকে মূলত এটি বুখারী ও মুসলিমের পরেই অবস্থিত, কিন্তু সুনান গ্রন্থের মাঝে এর অবস্থান সর্বোচ্চ। বিশুদ্ধতা ও ফিকহী বিন্যাসের কারণেই গ্রন্থটি আজো শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন।

সমূহ ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন।

২। সতর্ক পেশ সুনানু আবি দাউদ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন হাদীসের সনদ অথবা সনদে আপত্তিকর কিছু দেখলে আবু দাউদ (রহঃ) তিনি নিজেই ১৩।১৩।১৬ বলে সতর্ক পেশ করেছেন।

৩। বিপুল গ্রহণযোগ্যতার কারণে সুনানু আবু দাউদ সর্বজনীন হাদীস সংকলনের মর্যাদা অর্জন করেছে। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন —

আমার কাছে সর্বসম্মত ভাবে

উপমহাদেশের জন্য হয়েছে যে
এ মাসআলা প্রমাণিত যদি সুন্নাহ
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুনানু আবি
দাউদ সম্পর্কে একটি কথা
প্রসিদ্ধ হলো - ফেকাহর মুজতাহি-
দের পক্ষে ফিকহের মাসআলা
বের করার জন্য আল্লামা খিতাবীর
জোরালো পক্ষে সুনানু
আবি দাউদই যথেষ্ট।

৭। সুনানে আবি দাউদে ভিন্ন
ভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে মুসলিমদের
হাদীস মূল বেশী সম্পর্কে না এর
মর্যাদা কে বর্ণনা দিয়েছেন।

৮। ইমাম আবি দাউদ (রহঃ) তার
হাদীস গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ভাবে ...

৪। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশত হাদীস (সহীহ) এর মাধ্যমে এই গ্রন্থ সংকলন করেন। এপ্রসঙ্গে ইমাম দাউদ (রহঃ) নিজেই বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাঁচ লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলাম অতঃপর তা হতে যাচাই বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশত হাদীস সংকলিত করে এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছি।

৫। সুনানু আবু দাউদে মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইমামগনের মতামতের আলোকে লেকাবুক দলীল

কিতাব, আর ইসলামের সামগ্রীক
শিক্ষা হচ্ছে ইমাম আবু দাউদের
সুনান গ্রন্থটি।

৪। সুনানু আবু দাউদকে আল্লাহ-
তায়ালা এত বেশী জনপ্রিয়তা
দিয়েছেন - যা সিহাহ সিত্তার
অন্য কোনো হাদীসগ্রন্থে নেইনি।
এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম আবু
দাউদ (রহঃ) এর ছাত্র হাফেজ মুহাম্মদ
মাখলাদ ইবনে মুখরী বলেন -
ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) যখন
সুনান গ্রন্থটি প্রণয়ন করলেন এবং
তা লোকদেরকে পাঠ করে শুনালেন,
তখন তা মুহাদ্দিসগণের নিকট
কোরআন মাজিদের মতোই অনু-
সরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হয়ে গেলো

ফিকাহের ক্ষেত্রে হাদীসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্য কোনো গ্রন্থ এর সমকক্ষ নয়। এপ্রসঙ্গে ইমাম ইবনে খোবায়েত (রহঃ) বলেন - ফিকহী বিধানাবলি সম্বলিত হাদীসসমূহের সামগ্রিক ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সংকলিত হওয়ার কারণে সুনানু আবি দাউদের যে বিশেষত্ব, তা হাদীসের গ্রন্থ সমূহের অন্য কোন গ্রন্থে নাই।

৭ হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্যবহারিক গুরুত্ব ও সমাদর এ গ্রন্থেরই বেশী। এপ্রসঙ্গে ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন - হাদীসের মধ্যে এ গ্রন্থটিই মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট।

৮ মুহাদ্দিস জাকারিয়া সাজী (রহঃ) বলেন - ইসলামের মূল আল্লাহর =

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু আবি দাউদ শরীফের অবস্থান :-

হাদীস বিশারদগণের ঐকমত্য অনুযায়ী সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এর সুনানু আবি দাউদ গ্রন্থটির অবস্থান সর্বপ্রথম। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সুনান গ্রন্থের অবস্থান। হিজরী তৃতীয় শতকে সংকলিত যেসব হাদীসগ্রন্থ সর্বাধিক সমাদৃত, সুনানু আবি দাউদ তন্মধ্যে বিভিন্ন কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। যেমন —

১। সহীহ হওয়ার দিক দিয়ে সুনানু আবি দাউদ এর অবস্থান চতুর্থ পর্যায়ে হলেও কিতাবী

[illegible]

কম উদ্ধেখান: হাকিম সাহেবের এই মতের
অধিক এবং কিছুটা আলের ৮৬ সাহাবার
খুরাসানে ৭৩ বছর বয়সে [illegible]
বলখিতে ইন্তেকাল করেন।

এর পর সুনানু আবি দাউদই যথেষ্ট

ঘ। মাযহাব:- নওয়াব সিদ্দীক হাসানের মতে, ইমাম আবু দাউদ(রহঃ) ইমাম শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আবু ইসহাক সিরাজী, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া প্রমুখের মতে, তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কেননা তিনি তার গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন- তিনি হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে সঠিক কথা হলো, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে একজন মুজতাহিদ ছিলেন।

তিনি ছয় লক্ষ হাদীস হতে বাছাই-
বাছাই করে সাত হাজার আটশত
হাদীস নিয়ে এ গ্রন্থ সংকলন করেন।
এর হাদীস সমূহ অত্যন্ত
সুরক্ষিত এবং অধিকাংশ মাসআলার
পর্যায়ের। ফিকহ শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে
তিনি এ গ্রন্থটি সজ্জিত করেন। ইমাম
বুখারী (রহঃ) এর পর ফিকহ
সম্পর্কে তিনিই ছিলেন অধিক
জ্ঞানসম্পন্ন মনীষী। এ কারণে মুহাদ্দিস-
গণ তার এই হাদীস গ্রন্থকে
প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ
করেছেন। ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ বলে-
ছেন, এগুলো মুজতাহিদের জন্য
ফিকহের মাসআলা বের করার জন্য
এ গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য [illegible]

মুহাদ্দিস গণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেন- তিনি ছিলেন হাদীসের হাফেজ, সমালোচক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত আল্লাহভীরু এক মহান ব্যক্তি।

খ। হাদীসশাস্ত্রে অবদান:- হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু দাউদ (রহ:) এর অবদান অপরিসীম। তিনি শিক্ষাগ্রহণ শেষে হাদীসের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সারা জীবন সাধনা করে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস গড়ে গেলেন। তার শ্রেষ্ঠ অবদান সুনানু আবি দাউদ, এটা সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ।

দামাহ উল্লেখ করেন, ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এর একটি জামার হাতা প্রশস্ত ও আরেকটি জামার হাতা সংকীর্ন ছিল। তাকে এর কারন জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, যে হাতাটি প্রশস্ত তার মধ্যে আমি লিখিত হাদীসগুলি রেখে দেই, পক্ষান্তরে সংকীর্ন হাতার মধ্যে এর ভাগীয় কিছু নেই। মুসা ইবনে হারুন বলেন — ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) দুনিয়ায় হাদিসের খেদমত এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আমি তার থেকে উত্তম কোনো ব্যক্তিকে আর দেখিনি। ইমাম হাকেম বলেন নিঃসন্দেহে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তার সমসাময়িক —

৮। ছাত্রবৃন্দ: গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তিনি শিক্ষাদানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তার ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইমাম আবু ঈসা মোহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী, ইমাম আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী, আবু আওয়ানা, আবু বিশর আদ দুলাবী, আলী ইবনে হাসান ইবনুল আবদ, আবু উসামা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক, আবু সাঈদ ইবনে আরাবী, ইবনে দাসা এবং স্বীয় পুত্র আবু বকর (রহঃ) প্রমুখ।

৯। চরিত্র: তিনি ছিলেন আবেদ, যাহেদ, আল্লাহ ভীরু ও নামাযনিষ্ঠ, দুনিয়ার ভোগবিলাসের প্রতি তার মোহ ছিল না। এ প্রসঙ্গে ইমাম

ইলমে হাদীসের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি হাদীস চর্চা গবেষণা ও শিক্ষাদানে সারা জীবন কাটিয়ে দেন।

৮। রচনাবলি:- ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হাদীসশাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো:-

ক. সুনানু আবি দাউদ
খ. মারাসিলু আবি দাউদ
গ. আন নাসেখ ওয়াল মানসুখ
ঘ. ফাজায়েলুল আনসার
ঙ. মাবেশাহুল আওকাত
চ. কিতাবু বদইল অহি
ছ. আর রদ্দু আলাল কাদারিয়্যাহ
জ. মুসনাদু মালেক ইবনে আনাস
ঝ. আল মাসায়েল

হাদীসশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও তার রচিত একাধিক গ্রন্থের প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি নিশা-পুরের এক মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আস-লামের কাছে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

২। উচ্চ শিক্ষা অর্জনে বিদেশ ভ্রমণ:- ইলমে হাদীসে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য তিনি মিশর, সিরিয়া, হেজাজ, ইরাক, খোরাসান প্রভৃতি বিখ্যাত হাদীস গবেষণা কেন্দ্র সমূহ পরিভ্রমণ করেন। এবং তার তদানীন্তন সুবিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। বসরা যাওয়ার পূর্বে তিনি খোরাসানে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর জীবন চরিত :-

১। নাম ও পরিচয় :- তার নাম সোলাইমান, উপনাম আবু দাউদ, পিতার নাম আশআস। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ।

২। বংশধারা :- তার বংশধারা হচ্ছে আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশআস ইবনে আসাদ ইবনে আমর ইবনে আমের আস সিজিস্তানী।

৩। জন্ম :- তিনি ২০২ হিজরী মোতাবেক ৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানের কান্দাহার ও চিশতের নিকটবর্তী সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। আবু দাউদের পূর্বপুরুষ ইমরান আযদ গোত্রের অধিবাসী আসাদ গোত্রের লোক ছিলেন।

৪। শিক্ষাজীবন :- ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে —

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর জীবনী :-

উপস্থাপনা :- হাদিসের সুবিশাল পরিমণ্ডলে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যিনি সৃষ্টি মহিমা ও মুলীয়ানায় অধিষ্ঠান বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের পরেই হাদীস বিশারদগণ তার নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকেন। উলামায়ে কেরাম যাঁদের তার ও হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি হলেন তাদেরই একজন। তিনি ছিলেন যুগের হাদীস বিশারদগণের ইমাম। ইলমে হাদীসে তার অবদান চিরদিন অক্ষয় ও অম্লান হয়ে থাকবে। হাদীস শাস্ত্রে তার অমূল্য অবদান সহ নিয়ে তার জীবনী আলোচিত হলো। —